অধ্যায়-এক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিষয়–সংক্ষেপ

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পর স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের শোষণ, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরবদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, পূর্ব–পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন অন্যতম। এছাড়া ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির জাতীয় জাগরণের ৰেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸

বহরমপুর অঞ্চলের মানুষ তাদের চেয়ারম্যানের স্বৈরাচারী মনোভাব ও কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে আন্দোলন ও বিৰোভ প্রদর্শন করে। তিনি তার কাছের দুইএকজন ছাড়া অন্যদের কোনো সুযোগ সুবিধাই দিতেন না। অন্যরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। চেয়ারম্যান পেশিশক্তি প্রদর্শন, রক্তপাত ঘটিয়েও আন্দোলন স্তিমিত করতে পারেননি। জনগণের ঐক্য, সংগ্রামী চেতনা, আত্মত্যাগের কাছে তাঁর ৰমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উক্ত চেয়ারম্যান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ক. ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন কে?

খ. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ কেন পরাজিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. বহরমপুরের মানুষের আন্দোলন পূর্ব-পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'বহরমপুরের চেয়ারম্যানের পরিণতি যেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি'– উক্তিটি পরীৰা কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন ইস্কান্দার মির্জা।

খ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি ও তরবণদের প্রচারাভিযান যেখানে ছিল চোখে পড়ার মতো, সেখানে মুসলিম লীগের কর্মসূচি ছিল অস্পষ্ট ও গোঁজামিলে ভরা। নেতাকর্মীরা ছিল গণবিচ্ছিন্ন। মূলত মুসলিম লীগের দুঃশাসন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, শোষণ, দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য ইত্যাদি ছিল মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

গ বহরমপুরের আন্দোলনে তদানীন্তন পূর্ব–পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারি শাসক আইয়ুব খানের মনোভাব ও কার্যকলাপের বিরবদ্ধে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। বহরমপুরের শাসকের মতো আইয়ুব খান জনগণের আন্দোলন দমন করতে গিয়ে পেশিশক্তির আশ্রয় নেয় এবং অধ্যাপক শামসুজ্জোহা, সার্জেন্ট জহুরবল হক ও ছাত্রনেতা আসাদকে হত্যা করে। তখন সারাদেশে বিৰোভের আগুন জ্বলে ওঠে। গণ আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌছালে সামরিক সরকার ১৯৬৯ সালের ২২এ ফেব্রবয়ারি আগরতলা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের নিঃশর্তমুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় ভীত হয়ে ৰমতায় টিকে থাকার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ২৫ এ মার্চ ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব খান তার সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান–এর হাতে ৰমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং বহরমপুরের আন্দোলন তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

ঘ বহরমপুরের চেয়ারম্যানের পরিণতি আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এর জলন্ত প্রমাণ। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রসমাজ, রাজনীতিবিদ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেন। তেমনি বহরমপুরের জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের স্বৈরাশাসক চেয়ারম্যানের অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরবদ্ধে আন্দোলন করে। এলাকার জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদের সংগ্রামী চেতনা ও আত্মত্যাগের কাছে চেয়ারম্যানের ৰমতা দুর্বল হয় এবং সে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তদ্রবপ ছয় দফাসহ এগার দফা আদায়ের আন্দোলনে নামলে ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আসাদ নিহত হন। ১৫ ও ১৬ ফেব্রবয়ারি যথাক্রমে সার্জেন্ট জহুরবল হক ও অধ্যাপক শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এসব হত্যাকা-র খবর শুনে সারা দেশ বিৰোভে ফেটে পড়ে। তীব্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান সরকার আগরতলা মামলার আসামিদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ তার সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ৰমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সুতরাং উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের পরিণতি আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন– ১ ▸▸

ঘটনা–১ : 'ক' দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাস ছিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী একটি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় কর্মকা–র জন্য নির্ধারণ করে। এতে অন্য ভাষা ভাষীরা আন্দোলন করে। আন্দোলনের একপর্যায়ে শাসকগণ সব ভাষাকেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ঘটনা–২ : দাদা তার নাতি তৌহিদুলকে বললেন, 'তাঁর বাবা আনসারি সাহেব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর দল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী ৰমতা হস্তান্তরে কালৰেপণ করেন।'

ক. কতজনের বিরবদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করা হয়?

খ. ছয় দফাকে বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল বলা হয় কেন?

গ. ঘটনা–১ : তদানীন্তন পূর্ব–পাকিস্তানের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ.ঘটনা–২ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ৰমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবি–মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোট ৩৫ জনের বিরবদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করা হয়।

খ ঐতিহাসিক ছয় দফা ছিল মূলত স্বায়ত্তশাসনের দাবি। অর্থাৎ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থেকেই পূর্ব–পাকিস্তানের শাসনের দায়িত্ব ও ৰমতা থাকবে পূর্ব–পাকিস্তানের মানুষের হাতে। তাছাড়া এ সনদে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি শাসন–শোষণ থেকে মুক্তির বার্তা রয়েছে, তাই একে বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল বলা হয়।

গ ঘটনা–১ তদানীন্তন পূর্ব–পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্র-শিৰক সমাবেশে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন ছাত্ররা এ ঘোষণার তাৎৰণিক প্রতিবাদ জানায়। এরপর থেকে ভাষা আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। অবশেষে ১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রবয়ারি এদেশের আপামর ছাত্র–জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করে। এ মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, জব্বার, রফিকসহ আরও অনেকে। পাকিস্তানিরা শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের ভাষার আন্দোলনকে দমন করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় বা সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। একই রকমের ঘটনা ঘটতে দেখা যায় আলোচ্য উদ্দীপকের ১ম ঘটনায়। সেখানেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আন্দোলন করে। ফলাফল হিসেবে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ঘ ঘটনা–২ এ সন্দেহাতীতভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ৰমতা হস্তান্তর না করারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায়। কেননা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন পায়। সংরৰিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদে এভাবে ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদেও আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি কুচক্রী শাসকমহল বঙ্গবন্ধুর নিকট ৰমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করে। তেমনিভাবে ঘটনা ২–এ আমরা দেখি যে, আনসারী সাহেবের দল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী ৰমতা হস্তান্তরে কালৰেপণ করে। তাই উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, ঘটনা– ২ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দল তথা বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগকে ৰমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবি– কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন– ১

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে বেশ কয়েকটি উপজাতি। তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো 'X' উপজাতি। আর ৰুদ্র হলেও শক্তিশালী ছিল 'Y' উপজাতি। স্থানীয় উপজাতিদের নেতা 'Y' উপজাতির হওয়ায় সকল উপজাতির উপর তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ কারণে তারা তাদের ওপর শক্তির অপপ্রয়োগ করে, অত্যাচার শুরব করে। কিন্তু 'X' উপজাতি অন্যান্য উপজাতিকে সঙ্গে নিয়ে 'Y' উপজাতির এ আগ্রাসনকে ব্যর্থ করে দেয়।

ক. কোন আন্দোলনের সাফল্যের সূত্র ধরে বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছে? ১

খ. স্বাধীনতার পর কেন পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের কোন দিক সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.'পরিচয়ের সংকট অপেৰা আদর্শিক সংকটই তৎকালীন পাকিস্তানে প্রকট ছিল'– উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাষা আন্দোলনের সাফল্যের সূত্র ধরে বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছে।

খ বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ দেশটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ নিয়ে বিভ্রান্তি তথা পরিচয়ের সংকট দেখা দেয়। এর কারণ হলো হিন্দু ও মুসলিম পৃথক দুই জাতি এ দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পায়, কিন্তু স্বাধীনতার পর নেতৃবৃন্দ দেখতে পেলেন, কর্ম ছাড়াও মানুষের আরও পরিচয় আছে। ভাষা তন্মধ্যে অন্যতম। এ নিয়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে নীতি, আদর্শের বিভ্রান্তি ছড়ায়।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের পরিচয় সংকটের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ। দ্বি–জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও জিন্নাহ সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের লোককে সব বিভেদ ভুলে এক পাকিস্তানি হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। আর পাকিস্তানি মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ইসলাম ও উর্দুর ওপর জোর দেন এবং অন্যান্য ভাষা সংস্কৃতির বিরবদ্ধে অবস্থান নেন। এমনকি বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ-মাইকেল-বঙ্কিমের মতো গুরবত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের প্রতি বৈরী অবস্থান গ্রহণ করেন। এতে দেশে ঐক্যের পরিবর্তে বিভ্রান্তি ছড়ায় ও দেশবাসীর মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। যেমনটি দেখা যায়, উদ্দীপকের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করা উপজাতিদের ৰেত্রে। সংখ্যালঘু উপজাতি শক্তিশালী হওয়ায় নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়। কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ 'X' সহ অন্যান্য উপজাতির ওপর তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি বজায় রাখতে ভাষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়। এতে ঐক্যের পরিবর্তে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভাজন দেখা দেয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের পরিচয় সংকটের দিকটি পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ পরিচয়ের সংকট অপেৰা আদর্শিক সংকটই তৎকালীন পাকিস্তানের প্রকট ছিল। জিন্নাহ সকল ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও গোত্রের লোককে বিভেদ ভুলে এক পাকিস্তানি হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি ইসলাম ও উর্দুর ওপর এত বেশি গুরবত্বারোপ করেন যে, পরিচয়ের সংকটের চেয়ে আদর্শিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। পূর্ববাংলার সর্বস্তরের জনগণ এর বিরবদ্ধে আপত্তি তুললেও জিন্নাহ সেটি উপেৰা করে সংকটকে আরও প্রকট করে তোলেন। মাতৃভাষা বাংলা রৰার্থে বাঙলা মায়ের দামাল ছেলেরা তীব্র আন্দোল গড়ে তোলে। বুকের তাজা রক্ত দিয় মায়ের মুখের ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করে। উদ্দীপকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যেও একই ঘটনা ও চরিত্রের পুনরাবৃত্তি লৰণীয়। বিভিন্ন উপজাতির ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি বা ভাষা থাকতে পারে। এটা কোনো জটিল সমস্যা নয়, কিন্তু যখন ৰমতাসীন উপজাতি তাদের প্রভাব–প্রতিপত্তি ধরে রাখার জন্য অন্য উপজাতির ওপর নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়, তখনই আদর্শিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। সুতরাং, একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পরিচয়ের সংকট অপেৰা আদর্শিক সংকটই তৎকালীন পাকিস্তানে প্রকট ছিল। প্রশ্নোক্ত এ কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন- ২ ▸▸

একটি বিশেষ দিনে শফিকের মা তাকে খুব ভোরে জাগিয়ে দিলেন আর তাকে বললেন, প্রায় ৬০ বছর আগে এই দিনে বাঙালি জাতি তাদের প্রাণের দাবি আদায়ে একটি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর উক্ত আন্দোলনই বাঙালিকে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

ক. পাকিস্তান আমলে পূর্ব–পাকিস্তানের কতজন মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলত? ১

খ. পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার উর্দুকে কেন পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে শফিকের মা যে আন্দোলনের কথা বলেছিলেন তার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন বাঙালি জাতিকে কীভাবে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিল? বিশেরষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের চার কোটি চলিরশ লৰ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলত।

খ পশ্চিম পাকিস্তানিরা জানত কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট। উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হলে সব ৰেত্রে উর্দু ভাষাভাষী লোকরাই বেশি প্রাধান্য পাবে। এসব সাত–পাঁচ ভেবে এবং নিজেদের লোভী চিন্তা ফলবান করার জন্য পশ্চিম শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।

গ উদ্দীপকে শফিকের মা ১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রবয়ারি সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের কথা বললেন। এ আন্দোলন একক কোনো কারণে নয়; বহুবিধ কারণে সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে ঘোষণা করেন। তখন ছাত্ররা এর প্রতিবাদ জানিয়ে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত করে, কারণ পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লৰ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লৰ মানুষের ভাষা বাংলা। গুটি কয়েক মানুষের ভাষা উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাই বাঙালি ছাত্র সমাজ তাদের প্রাণের দাবি, ভাষার দাবি নিয়ে আন্দোলন করে। মূলত মাতৃভাষা রৰার্থে এ আন্দোলন সংগঠিত হলেও এর পেছনে ছিল, কেন্দ্রীয় ভাষা নীতি, সাংস্কৃতিক কারণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় ও চরম পর্যায়ে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ব্যাপক বিস্তৃতি এবং মহান আত্মত্যাগের ঘটনা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষানীতিরই ফলশ্রবতি ছিল। ভাষা আন্দোলনের সাথে এ দেশের মানুষের আবেগ অনুভূতি প্রবলভাবে জড়িয়ে ছিল।

ঘ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে বিভিন্নভাবে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, ২১ এ ফেব্রবয়ারি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার অনুপ্রেরণা দেয়। এ অনুপ্রেরণা পরবর্তীকালে সব আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্দীপ্ত করেছে, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি প্রথম অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। আর এ সচেতনতাই তাদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। তাই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের রক্তা ঘটনা দুঃখজনক ও শোকাবহ হলেও এ ঘটনা এ দেশবাসীকে দিয়েছে ন্যায় এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় আত্মবিশ্বাস। এ আন্দোলন পরবর্তীতে সংঘটিত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রত্যৰ ও পরোৰভাবে প্রভাবিত করে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রবতি বললেও ভুল হবে না। ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাদ্বিকার তথা সাবধানতার বীজ ভ্রবনাকারে লুকায়িত ছিল।

২১ এ ফেব্রুয়ারির ত্যাগ, একতা ও সংহতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে। এ আন্দোলনের সফলতার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয় স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের ভীত।

প্রশ্ন- ৩ ▶▶

১৯৭৪ সালে ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে আইন পরিষদের নির্বাচন হয়। উক্ত নির্বাচনে কয়েকটি দল একটি জোট গঠন করে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই জোট জনগণের সামনে ২১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করেছিল।

ক. কত সালে আমাদের ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে? ১

খ. ভাষা আন্দোলনে কারা প্রাণ দিয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত নির্বাচনের সাথে পূর্ববাংলার যে নির্বাচনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পূর্ববাংলার উক্ত নির্বাচনে কারা বিজয় লাভ করে? তাদের বিজয়ের কারণ তুলে ধর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯৯ সালে আমাদের ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

খ ১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে নিহত হন রফিক উদ্দিন, আব্দুল জব্বার ও আবুল বরকত। আহতের সংখ্যা ছিল অনেক। এদের মধ্যে আবদুস সালাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ৯ বছরের কিশোর ওলিউলরাহও ঐদিন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত নির্বাচনের সাথে পূর্ববাংলার ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ৰমতাসীন মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্র ও শোষণ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে এদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন সামনে রেখে একটি জোট গঠন করে, যা যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে তাদের ২১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। উদ্দীপকে উলিরখিত ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম নির্বাচন। এ নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। পূর্ব বাংলার গণমানুষ তাদের ভোটের আমানত প্রয়োগ করে তাদের ভবিষ্যৎ নেতাদের বরণ করে নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলায় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

ঘ পূর্ববাংলার উক্ত নির্বাচনে তথা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভ করে। পূর্ববাংলা আইন পরিষদ নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২৩৬টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ তাদের বরাদ্দকৃত ১৪৩টি আসনের মধ্যে সবকয়টিতেই জয়লাভ করে জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়। স্বাধীনতার পর থেকে মুসলিম লীগের ভূমিকা বাঙালিকে হতাশ ও ৰুব্ধ করেছিল। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য যুক্তফ্রন্টে বিভিন্ন দল ও মতের মানুষ একত্রিত হয়েছিল। এ দলের কর্মসূচিতে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। বাংলা ভাষার মর্যাদা দান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ সকল শ্রেণির মানুষের কথা এতে ছিল। এক কথায় ২১ দফা কর্মসূচিও তাদের সহজ বিজয়ের কারণ। যুক্ত ফ্রন্টের ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন, রাষ্ট্রভাষা বাংলার পৰে অবস্থান, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব, নির্বাচনি কর্মসূচি, ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা, পাকিস্তানকে ঘিরে বাঙ্গালিদের সঃনভজ্ঞা, স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অঙ্গীকার নির্বাচনী অভিযান প্রভৃতি কারণ ছিল এ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার নেপথ্যে। পাশাপাশি তরুণদের প্রচার অভিযান ছিল চোখে পড়ার মতো। এসব কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভ করে।

প্রশ্ন- ৪ ▶▶

ভাওয়ালপুর দুই ভাগে বিভক্ত। পশ্চিমভাগের মানুষ সব সময় পূর্বভাগের মানুষের ওপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে। এ থেকে মুক্তিদানের জন্য পূর্বভাগের একজন নেতা ছয়টি দাবি সম্বলিত একটি খসড়া পেশ করেন, যেটিতে ভাওয়ালপুরের উভয় অংশ কীভাবে শাসন করা হবে, তার রূ পরেখা দেয়া আছে।

ক. পূর্ববাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করেন কে? ১

খ. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন কেন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়? ২

গ. উদ্দীপকে যে কর্মসূচির ইঙ্গিত রয়েছে, সেগুলোর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উক্ত কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া বিশেরষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহম্মদ পূর্ববাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করেন।

খ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ৰমতা হারানোর ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। এ নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালির স্বপ্ন ৬ দফাভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি নিশ্চিত হয়, যার কোনোটিই পাকিস্তানি সামরিক বেসামরিক আমলা শাসকগোষ্ঠীর

কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এজন্য নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের অব্যবহতি পরে শুরব হয় নতুন ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্র ছিন্ন করতে বাঙালিরা স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে।

গ উদ্দীপকে ছয় দফা কর্মসূচির ইঙ্গিত রয়েছে। উদ্দীপকে পূর্ব ভাওয়ালপুরের নেতা ভাওয়ালপুরবাসীদের শাসন শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য ছয়টি দাবি সম্বলিত খসড়া পেশ করে, যেটিতে ভাওয়ালপুরের উভয় অংশের শাসন ব্যবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো কেবল ছয় দফা কর্মসূচির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিচে ছয় দফা কর্মসূচির বর্ণনা দেওয়া হলো : ১. ৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল নতুন দেশটিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে। আর আইনসভা গঠিত হবে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটে। পাকিস্তান সরকারকে এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হবে। ২. পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতারা নিজের মতো করে দেশ শাসন করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু দেশরৰা ও বৈদেশিক নীতিনির্ধারণের দায়িত্ব। ৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটো ভিন্ন মুদ্রা চালু থাকবে, তবে দুই অংশই তা সহজেই ব্যবহার করা যাবে। ৪. আঞ্চলিক সরকার যার যার অঞ্চলের সকল প্রকার ট্যাক্স ও খাজনা ধার্য এবং আদায়ের ৰমতা রাখবে। আদায় করা অর্থের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে জমা হবে।৫. প্রতি অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হিসাব আলাদা করে রাখতে হবে। আঞ্চলিক সরকারই বিদেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ও আমদানি রপ্তানি করার অধিকার রাখবে। ও ৬. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা করে একটি আধাসামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

ঘ উক্ত কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন হলো ৬ দফা আন্দোলন। আইয়ুব সরকার ছয়দফা কর্মসূচিকে 'বিচ্ছিন্নতাবদী কর্মসূচি বলে আখ্যায়িত করে। এ কর্মসূচি বাঙালির চেতনামূলে বিস্ফোরণ ঘটায়। এ আন্দোলনকে দমানোর জন্য শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে তাদের বিরবদ্ধে মামলা দিতে থাকে। এতে চরম হয়রানির শিকার হন বঙ্গাবন্ধু ও তাজউদ্দিন আহমদসহ আওয়ামী লীগের নেতারা। কিন্তু এ দাবির প্রতি মানুষের সমর্থন দেখে শঙ্কিত হন আইয়ুব খান। পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত পাট বিক্রির টাকা ছিল পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। কিন্তু এই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতিতে ব্যয় করা হয়। বড় বড় চাকরিতে বাঙালিকে খুব কম সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এত সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। তাই ষড়যন্ত্র করতে থাকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী। পাকিস্তানি সরকার ভেবেছিল জেল-জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে বাঙালির প্রাণের দাবি ৬ দফাকে নস্যাৎ করে দিতে পারবে। কিন্তু তাদের সে আশায় গুড়েবালি। মামলা, জেল-জুলুম নির্যাতনে আন্দোলন থেমে যায়নি বরং তা আরও বেগবান হয়। ছয়দফা দাবীর প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যথাযথ কর্ণপাত না করায় বাঙালি মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক রক্তৰয়ী লড়াইয়ে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন- ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিৰক জনাব গিয়াস উদ্দিন একটি সেমিনারে তার ছাত্রদের বলেন, তোমরা ছাত্র সমাজ এ দেশের ভবিষ্যৎ, তোমাদের ত্যাগ ও সংগ্রামী চেতনায় এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। তোমাদের আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি সরকার বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবসহ অন্য রাজবন্দিদের মুক্তি দিয়েছিল।

ক. আওয়ামী মুসলিম লীগ কত সালে গঠিত হয়? ১

খ. পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকা- আঘাত হানে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের ইঙ্গিত রয়েছে তার প্রধান প্রধান কর্মসূচিগুলো উলেৱখ কর। ৩

ঘ.উক্ত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া মূলপাঠের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৪৯ সালে গঠিত হয়।

খ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বাংলা ভাষার বদলে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় বাঙালি সংস্কৃতি, রবীন্দ্র সংগীত, নববর্ষ উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ করতে সোচ্চার হয় তারা। তারা চেয়েছিল বাঙালিদের সকল দিক থেকে নিজেদের অধীন করতে। এজন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালির সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে।

গ উদ্দীপকে যে আন্দোলনের ইঙ্গিত রয়েছে, তা হলো ১১ দফা আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রধান প্রধান কর্মসূচিগুলো উলেৱখ করা হলো : শিৰাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, ছাত্র বেতন ৫০ ভাগ কমানো, যানবাহনে ছাত্রদের ৫০ ভাগ ভাড়া কমানো। এছাড়া রয়েছে শিৰাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, খাজনা ও ট্যাক্স কমানো, ব্যাংক, বীমা ও শিৰাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা, রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি। উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিৰক গিয়াস উদ্দিন স্যার ছাত্রদেরকে তাদের গৌরবজ্জল ইতিহাস মনে করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, তোমাদের দুর্বার আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি সরকার বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবসহ অন্য রাজবন্দিদের মুক্তি দিয়েছিল, যা ১১ দফা আন্দোলনকে নির্দেশ করে।

ঘ উক্ত আন্দোলন হলো ১১ দফা আন্দোলন। এ আন্দোলন বাঙালির ইতিহাসে এক গুরবত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকার বঙ্গাবন্ধু ও অন্য নেতাদের বিরবদ্ধে আগরতলা মামলা করে। কিন্তু বাঙালি দমে যাওয়ার জাতি নয়। তারা বিপরবী জাতি। ছয় দফার সাথে আরও কর্মসূচি যুক্ত করে ছাত্রসমাজ এগারো দফা আন্দোলন নিয়ে গণআন্দোলনের ডাক দেয়। ছাত্রদের এগারো দফার দুর্বার আন্দোলনে দিশেহারা হয়ে পড়ে সরকার। বাধ্য হয়ে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়। এগারো দফা আন্দোলনে পুরো পূর্ব পাকিস্তান কেঁপে ওঠে।

প্রশ্ন- ৬ ▸▸

তানভীর সাহেব ও আদনান একদিন ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তানভীর সাহেব বললেন, এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আদনান সাহেব বললেন, আওয়ামী লীগের এ জনপ্রিয়তা অতীতেও দেখা গেছে। স্বাধীনতা পূর্ব একটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। আর নির্বাচনের এ ধরনের ফলাফল বাঙালিকে বাংলাদেশ গঠনে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

ক. বাংলাদেশ কত তারিখে বিজয় অর্জন করে? ১

খ. বাঙালি কেন আন্দোলন করতে বাধ্য হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আদনান সাহেব অতীতের কোন নির্বাচনের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ ও তা কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পথ প্রশস্ত করছিল? আলোচনা কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে।

খ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর শাসন ৰমতা চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকদের হাতে। তারা সুশাসন প্রতিষ্ঠা না করে পূর্ব–পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি ৰেত্রেই বৈষম্যের পাহাড় গড়ে তোলে। অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা প্রতিবাদ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আদনান সাহেব ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা বলেছেন। কারণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছিল। উক্ত নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে পিপিপি মোট ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকে। প্রাদেশিক পরিষদেও আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করে। এখানে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন লাভ করে। উদ্দীপকে আদনান সাহেব বলেন, স্বাধীনতাপূর্ব একটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। সুতরাং আদনান সাহেবের এ মন্তব্য স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে নির্দেশ করে।

ঘ উক্ত নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালের নির্বাচন। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে দুই অংশের বৈষম্য দূরীকরণে ৬ দফার বাস্তবায়ন, বিশেষ করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে বাঙালির মুক্তির পথ হিসেবে ঘোষণা করে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালির জাতীয়তাবাদের প্রতি যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয় তা আওয়ামী লীগের পৰে যায়। পাকিস্তান সরকারের প্রতি ধর্মভিত্তিক দলগুলোর দুর্বলতা এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এসব কারণেই আওয়ামী লীগ ১৯৭০ –এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি বুঝতে পেরেছে যে, তারা একটি আলাদা জাতি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে প্রাধান্য লাভ করে। ফলে এটা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসন চাইছে। কারণ আওয়ামী লীগের মূল দাবিই ছিল পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন। নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ বাঙালির মুক্তির প্রতীকে পরিণত হয়। এভাবে বাঙালিদের মধ্যে এ নির্বাচনে নতুন জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে, আর এ স্বকীয় মনোভাবই স্বাধীন বাংলাদেশের পথ প্রশস্ত করেছিল।

প্রশ্ন- ৭ ▸▸

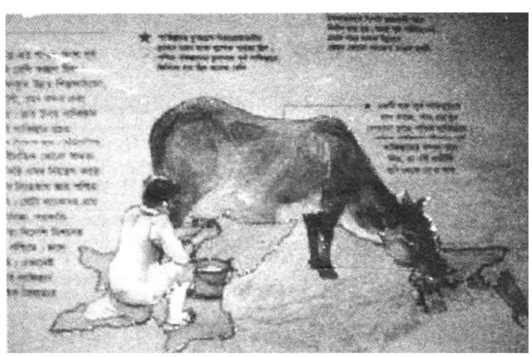

ক. কত সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়? ১

খ. ১১ দফা আন্দোলন করা হয় কেন? ২

গ. প্রদর্শিত চিত্রটি পূর্ব পাকিস্তানের কোন বৈষম্যের প্রতিফলন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.উক্ত চিত্র পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের আংশিক প্রতিফলন মাত্র– বিশেরষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

খ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিৰা ও অফিস-আদালতে বাংলাভাষা চালু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসন, ছাত্র বেতন ৫০ ভাগ কমানো, যানবাহনে ছাত্রদের ৫০ ভাগ কম ভাড়া গ্রহণ- ইত্যাদি দাবি আদায়ের জন্য ১১ দফা আন্দোলন করা হয়।

গ প্রদর্শিত চিত্রটি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিফলন। পাকিস্তান শাসনামলে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য বোঝানোর জন্যই সে সময়ে কিছু প্রতীকী পোস্টার ব্যবহৃত হতো, যার একটি প্রদর্শিত চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, গরবটি পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের ঘাস খাচ্ছে আর দুধ দোহন করে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা। অর্থাৎ উৎপাদন হয় পূর্ব-পাকিস্তানে আর অর্থ চলে যায় পশ্চিম -পাকিস্তানে। অর্থাৎ মোট উৎপাদনের সিংহভাগ অর্থ পশ্চিম-পাকিস্তান নিয়েছে। বৈদেশিক সাহায্যও বাঙালিরা পেত নামেমাত্র। অথচ ঋণের বোঝা ঠিকই বাঙালিদের বহন করতে হতো। রপ্তানি আয়ের ২০০০ মিলিয়ন ডলার পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়েছিল। তখন রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস ছিল পাট যা পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদন হতো। এভাবে সর্বৰেত্রে অর্থনৈতিকভাবে বাঙালিরা ছিল বঞ্চিত, যা উদ্দীপকের প্রতীকী চিত্রটির মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ঘ প্রদর্শিত প্রতীকী চিত্রটিতে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকটি ফুটে ওঠেছে, যা পশ্চিম পাকিস্তানিদের অসংখ্য বৈষম্যের মধ্যে একটি মাত্র। প্রকৃতপৰে পাকিস্তান শাসনামলে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা বাঙালিদেরকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, সাংস্কৃতিকসহ সর্বৰেত্রেই বঞ্চিত করেছিল। জাতি হিসেবে বাঙালিরা যেন কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেজন্য তারা সর্বৰেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। বাঙালিদের কখনই পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক অধিকার দেয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদে পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ছিল হাতে গোনা। প্রশাসনিক চাকরির ৰেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানিরা ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত। সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ৰেত্রেও ছিল দারবণ বৈষম্য। আর পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে পাকিস্তানি শাসকরা তৎপর হয়ে ওঠে। সেসময় চলচ্চিত্র, নাটক, পত্রিকা, বই প্রকাশে সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ এবং বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে সর্বৰেত্রে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য বাঙালি জাতির উন্নয়নের পথ সে সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায়, উক্ত চিত্রটি পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের অর্থনৈতিক দিক মাত্র।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন- ৮ ▶▶

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ঘোষণা করলেন যে, পুরো বিভাগে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা চলবে, অন্য কোনো ভাষা এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। এ অন্যায় আদেশের বিপৰে নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তাদের মাতৃভাষার সম্মান রৰার্থে আন্দোলন শুরব করে।

ক. পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এর ৰমতা কেমন ছিল? ১
খ. 'ষাটের দশক ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন'- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন আন্দোলনের পটভূমি ফুটে ওঠেছে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত আন্দোলনের পদৰেপগুলো আলোচনা কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় সর্বময় ৰমতার অধিকারী ছিল।

খ ১৯৬১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলৰে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটে। আবার একই বছর 'ছায়ানট' নামের সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালির সংগীতচর্চা ও বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়। এসবের মাধ্যমে বাঙালিদের মাঝে সাংস্কৃতিক মনোভাব জাগরিত হয়। তাই বলা যায়, 'ষাটের দশক ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন।'

***X-clusive* লিংক** : *প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।

ঘ ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন- ৯ ▶▶

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার আমাদের স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের প্রতীক। গত ২১ এ ফেব্রবয়ারি শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সুজানা ও তার বন্ধুরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গিয়েছিল।

ক. যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে কয় দফা কর্মসূচি পেশ করে? ১
খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অনুচ্ছেদের দিনটি উদযাপনে সুজানাদের গৃহীত কর্মসূচি পাঠ্যপুস্তক অনুসারে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর সুজানা ও তার বন্ধুরা জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ? মতামত দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে ২১ দফা কর্মসূচি পেশ করে।

খ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের ৬ দফা ইতোপূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অন্যদিকে ছাত্রদের ১১ দফা ছাত্রজনতাকে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় উৎসাহিত করেছিল। এজন্যই আওয়ামী লীগের বিজয় অর্জন সহজ হয়। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল। জনগণের এই মনোভাবও আওয়ামী লীগের বিজয় অর্জনের অন্যতম কারণ।

X-clusive লিংক : *প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।

ঘ ভাষা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের চেতনা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ১০

সুলেমান একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তার সমস্ত মনোযোগ ছিল লাহোরে। সারাক্ষণ কানে রেডিও। অতঃপর রেডিওতে সে যেন শুনতে পেল তার প্রাণের দাবি।

ক. ছয় দফা আন্দোলন হয় কত সালে? ১
খ. যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে কারা ভূমিকা রাখেন? ২
গ. সুলেমানের প্রাণের দাবি উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত দাবি ছিল মূলত স্বায়ত্তশাসনের দাবি'– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয় দফা আন্দোলন হয় ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি।

খ যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন বাংলার তিন প্রবীণ নেতা– শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তরুণদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

X-clusive লিংক : *প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।

ঘ ছয় দফা আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ কর।

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ "আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি"– উক্তিটি কার?

উত্তর : "আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি"– উক্তিটি বহু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটি?

উত্তর : স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ পাকিস্তানের আদর্শিক সংকট কখন থেকে শুরু হয়?

উত্তর : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ভাষার প্রশ্নে আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হয়। এ থেকেই পাকিস্তানের আদর্শিক সংকট শুরু হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা কাকে বলা হয়?

উত্তর : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কোথায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব করেন?

উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পৰে প্রস্তাব করেন।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ স্বাধীনতা–উত্তরকালে পাকিস্তানের তৎকালীন মোট জনসংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : স্বাধীনতা–উত্তরকালে পাকিস্তানের তৎকালীন মোট জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৯০ লৰ।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ ১৯৪৮ সালের কত তারিখে ভাষার দাবিতে ধর্মঘট ডাকা হয়?

উত্তর : ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চে ভাষার দাবিতে ধর্মঘট ডাকা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি কোন এলাকা ১৪৪ ধারা জারির আওতাভুক্ত ছিল?

উত্তর : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রবয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ১৪৪ ধারা জারির আওতাভুক্ত ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ কত সালে অস্থায়ী মিনারটির স্থলে বড় করে শহিদমিনার তৈরি করা হয়?

উত্তর : ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী মিনারটির স্থলে বড় করে শহিদমিনার তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ কাদের স্মৃতির উদ্দেশে শহিদমিনার নির্মাণ করা হয়েছে?

উত্তর : ভাষা আন্দোলনের শহিদের স্মৃতির উদ্দেশে শহিদমিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি পায় কোন সালে?

উত্তর : ১৯৫৬ সালে বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ পাকিস্তান গণপরিষদে কে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন?

উত্তর : পাকিস্তান গণপরিষদে কুমিলরার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলার পৰে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কারা?

উত্তর : মুখ্যমন্ত্রী নুরবল আমিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে গড়া কেন্দ্রীয় শহিদমিনার কবে তৈরি করা হয়?

উত্তর : ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে গড়া কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ১৯৬৩ সালে তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ কয়টি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?

উত্তর : চারটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ আওয়ামী মুসলিম লীগ কবে গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৪৯ সালের ২৩ এ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ কবে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়?

উত্তর : ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনে কতটি দল অংশগ্রহণ করে?

উত্তর : ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনে ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ ১৯৫৭ সালের মধ্যে কোন দলটি পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়?

উত্তর : ১৯৫৭ সালের মধ্যে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের রাষ্ট্রৰমতা থেকে বিদায় নেয়।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব কে দেন?

উত্তর : যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন বাংলার তিন প্রবীণ নেতা শেরেবাংলা এ. কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে কত দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে?

উত্তর : যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে ২১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কয়টি আসন পায়?

উত্তর : ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা আইন পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩ আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ যুক্তফ্রন্ট কী প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে?

উত্তর : যুক্তফ্রন্ট নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ পূর্ববাংলায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রথম সার্বজনীন নির্বাচন ছিল কোনটি?

উত্তর : ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ নির্বাচনই ছিল পূর্ববাংলায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রথম সার্বজনীন নির্বাচন।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কবে গঠিত হয়?

উত্তর : যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল গঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন কবে জারি করা হয়?

উত্তর : ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর দেশে প্রথম সামরিক আইন জারি করেন।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন কারা গড়ে তোলে?

উত্তর : আইয়ুব খানের বিরবদ্ধে পূর্বপাকিস্তানের ছাত্ররা প্রথম আন্দোলন গড়ে তোলে।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ আইয়ুব খান কবে পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনা করেন?

উত্তর : ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনা করেন।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ কারা ১১ দফা আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামে?

উত্তর : ১১ দফা আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামে ছাত্ররা।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ ৬ দফা আন্দোলনকে দমন করার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা কী পদক্ষেপ নেয়?

উত্তর : ৬ দফা আন্দোলনকে দমন করার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতার বিরবদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ ২৩ এ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে লাখো বাঙালি কী উপাধিতে ভূষিত করে।

উত্তর : ২৩ এ ফেব্রবয়ারি রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে লাখো বাঙালি ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করে।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ কোন কোন মৃত্যু উনসত্তরের আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে রূপ দিয়েছে?

উত্তর : রাজশাহীতে অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা, বন্দি অবস্থায় সার্জেন্ট জহুরবল হক, মিছিলে ছাত্রনেতা আসাদ, কিশোর মতিউরের মৃত্যু আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে রূ প দিয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ আগরতলা মিথ্যা মামলা কবে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়?

উত্তর : ১৯৬৯ সালের ২২ এ ফেব্রবয়ারি আগরতলা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ কতটি আসন পেয়েছিল?

উত্তর : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ একটি আসনও পায়নি।

প্রশ্ন ॥ ৩৫ ॥ দুই পাকিস্তানের শেষ নির্বাচন কোনটি ছিল?

উত্তর : ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল দুই পাকিস্তানের শেষ নির্বাচন।

প্রশ্ন ॥ ৩৬ ॥ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ কীভাবে প্রশস্ত হয়?

উত্তর : ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩৭ ॥ পাকিস্তানের পার্লামেন্ট কীভাবে গঠিত হয়?

উত্তর : জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ এই দুটি অংশ নিয়ে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট গঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩৮ ॥ আইয়ুব খান কত বছর দেশ শাসন করেন?

উত্তর : আইয়ুব খান ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত ১১ বছর দেশ শাসন করেন।

প্রশ্ন ॥ ৩৯ ॥ সরকার কতজনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে?

উত্তর : সরকার বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের বিরবদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।

প্রশ্ন ॥ ৪০ ॥ কোন যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা প্রবলভাবে ধরা পড়ে।

উত্তর :১৯৬৫ সালের পাক–ভারত যুদ্ধে পূর্ব– পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা প্রবলভাবে ধরা পড়ে।

প্রশ্ন ॥ ৪১ ॥ বাঙালিরা প্রথম সরকার গঠনের সুযোগ কবে পায়?

উত্তর : ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের দ্বারা বাঙালিরা প্রথম সরকার গঠনের সুযোগ পায়।

প্রশ্ন ॥ ৪২ ॥ ছায়ানট কী?

উত্তর : ছায়ানট একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন।

প্রশ্ন ॥ ৪৩ ॥ কোন সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়?

উত্তর : ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

■ **অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর**

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ধর্ম, বর্ণ, যাই হোক না কেন জাতীয়তা এক– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যখন পূর্ব–পাকিস্তানের ভাষা–সংস্কৃতি পাকিস্তানি আগ্রাসনে জর্জরিত হয়, তখন বহু ভাষাবিদ প–িত ড. মুহম্মদ শহীদুলরাহসহ এদেশের অগ্রণী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা তা রৰায় এগিয়ে আসেন। এ সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুলরাহ একটি ভাষণে বলেছিলেন– ‘আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ দিয়েছে যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো নেই।’

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মাতৃভাষার অধিকার জন্য কারা উদ্যোগ গ্রহণ করে?

উত্তর : মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের অধিকারের জন্য এদেশে একাধিক উদ্যোগের কথা জানা যায়। এর মধ্যে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এর নেতৃত্বে ছাত্র ও তরবণদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, গাজীউল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল মতিন, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ জিন্নাহ কেন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন?

উত্তর : বাঙালিদের শোষণ ও দমনের কূটনৈতিক প্রচেস্টা হিসেবেই জিন্নাহ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৯০ লৰ। এর মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লৰ ছিল বাঙালি আর বাদ বাকি ছিল পশ্চিম–পাকিস্তানি। দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ববাংলার বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই রাষ্ট্রের এ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে রাষ্ট্রৰমতা, অর্থনীতি, শিৰা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করার জন্য দমনমূলক কূটকৌশল হিসেবেই জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ তৎকালীন বাংলার প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব কী ছিল?

উত্তর : তৎকালীন বাংলার প্রেৰাপটে ভাষা আন্দোলনের গুরবত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। ভাষা আন্দোলনে রক্তদানের মাধ্যমে মাতৃভাষার সম্মান রৰা পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলার আইনসভা ১৯৫৬ সালে রচিত পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। মাতৃভাষার স্বীকৃতি

পেয়ে আর সরকারের বিরবদ্ধে আন্দোলন করে ন্যায্য দাবি আদায়ে সফল হয়ে শিৰিত বাঙালির মনে জাতীয় চেতনা জোরদার হয়। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি নিয়ে তারা গর্ব ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ভাষা আন্দোলনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য অপরিসীম। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের অধিকার বঞ্চিত মানুষের গণসচেতনতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতি ফিরে পায় মাতৃভাষা কথা বলার অধিকার। এ আন্দোলনে যে ঐক্য ও বিপৱবী চেতনার সৃষ্টি হয়, তা বাঙালি জাতির ইতিহাস রচনার পথ নির্দেশ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিৰা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, এমনকি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাষা আন্দোলন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ২১ এ ফেব্রুয়ারিকে কেন 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়?

উত্তর : ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রবয়ারি ঢাকায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবিতে ছাত্র জনতা মিছিল বের করলে সেই মিছিলে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, শফিউর, ওলিউলরাহসহ আরও অনেকে। মাতৃভাষার জন্য জীবন দেয়ার ইতিহাস এই প্রথম। সেই দিন থেকে ২১ এ ফেব্রবয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। মাতৃভাষার জন্য অন্যান্য অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো (UNESCO) ২১ এ ফেব্রবয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ ভাষা আন্দোলনকে কেন বাঙালিদের মুক্তির সনদ বলা হয়?

উত্তর : পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দেন। সাহসী বাঙালিরা এর প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন শুরব করে। জীবন দিয়ে তারা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে ভাষার দাবি মানাতে বাধ্য করে। মূলত ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উভয় পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে যে সংঘাত জন্ম দেয়, তা পরবর্তীতে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যা থেকে জন্ম হয় ৫৪, ৬২, ৬৬, ৬৯ ও ৭১। মোট কথা ৫২ থেকেই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার বীজ বপিত হয়। তাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে বাঙালিদের মুক্তির সনদ বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর ?

উত্তর : স্বাধীনতার পর থেকে মুসলিম লীগের ভূমিকা বাঙালিকে ৰুব্ধ করেছিল। আর ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের ফলে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তাদের সে আকাঙৰার প্রতিফলন ঘটে। এ নির্বাচনে বিভিন্ন দল ও মতের মানুষ একত্রিত হয়েছিল। এটি যুক্তফ্রন্টের সহজ বিজয়ের অন্যতম কারণ। তাছাড়া এ দলের কর্মসূচিতে বাংলা ভাষার মর্যাদা দান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ সকল শ্রেণির মানুষের কথা উলেৱখ ছিল। সর্বোপরি ২১ দফা কর্মসূচি ও যুক্তফ্রন্টে প্রবীণ তরবণ নেতা ও কর্মীর সমন্বয় এবং তাদের ক্লান্তিহীন প্রচারাভিযান এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের উলেৱখযোগ্য কারণ।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।

উত্তর : ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের গুরবত্ব অপরিসীম।

এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব-বাংলার মানুষের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি মজবুত হয় এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর মুসলিম লীগ গণবিরোধী দল হিসেবে রাষ্ট্রৰমতা থেকে বিদায় নেয়। এ নির্বাচন থেকে ভবিষ্যৎ আন্দোলন সংগ্রাম তথা পূর্ববাংলাকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও অনেক নতুন মুখ বেরিয়ে আসে। সর্বোপরি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল বাঙালি জাতির জন্য এক অবিস্মরণীয় মাইল ফলক।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে 'ব্যালট বিপ্লব' বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পূর্ববাংলা আইন পরিষদ নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। একক দল হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগ তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ১৪৩টি আসনের মধ্যে সবকটি লাভ করে জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়। আর ৰমতাসীন মুসলিম লীগের সকল মন্ত্রী পরাজিত হন এবং দলটি মাত্র ১০টি আসন পায়। তাই যুক্তফ্রন্টের এ বিজয়কে দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায় 'ব্যালট বিপৱব' বলে আখ্যায়িত করে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ কেন যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল?

উত্তর : পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে সাম্প্রদায়িকতার মাঝেই ৰমতাসীন মুসলিম লীগের কর্মকা- আবর্তিত থাকে । ভাষা ও সংস্কৃতি প্রশ্নে বিরোধী মনোভাব পোষণ করে মুসলিম লীগ সরকার কঠোর দমননীতি চালায়। তারা উর্দু ভাষাকে বাঙালি জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। মুসলিম লীগের ভ্রান্ত নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ৰোভ দানা বাঁধতে থাকে। বাংলার মানুষের কাছে ৰমতাসীন মুসলিম লীগ যেন ষড়যন্ত্র ও শোষণের প্রতীক হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের গণবিরোধী কার্যকলাপের মোকাবিলা করার লৰ্যেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। বাংলার সাধারণ মানুষ এতে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ ৬ দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ৬ দফা ছিল বাঙালিদের মুক্তির সনদ।এ কর্মসূচি পরিণত হয়েছিল জনগণের আশা-আকাঙ্ৰার প্রতীকে। এর প্রতি জনসমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পূর্ব–পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ ঘটাতে ৬ দফার গুরবত্ব ছিল অপরিসীম। এর মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। তাই এর গুরবত্ব ছিল অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ সামরিক শাসনই পাকিস্তানের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করেছে– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা দেশে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন। যার দরূ ন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, আইন পরিষদ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল হয়। এ সময় রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সব রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। ইস্কান্দার মির্জার

সামরিক আইন জারি করার ২০ দিনের মধ্যেই আইয়ুব খান তাকে পদচ্যুত করে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেন। এরপর থেকেই দীর্ঘসময় পাকিস্তানে বহাল থাকে সামরিক শাসন। এক সময় স্বৈরাচারী শাসনের বিরবদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হয়। এমতবাবস্থায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। আর এতে গণতন্তের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ ১১ দফার অন্যতম দাবিগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর : ১১ দফা কর্মসূচিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিৰা ও অফিস– আদালতে বাংলা ভাষা চালু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, ছাত্রবেতন ৫০ ভাগ কমানো, যানবাহনে ছাত্রদের ৫০ ভাগ কম ভাড়া গ্রহণ ইত্যাদি দাবি ছিল।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচির কারণ কী ব্যাখ্যা কর?

উত্তর : ৬ দফা আন্দোলনকে দমন করার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতাকে ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলার মাধ্যমে আটক করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মিথ্যা এ মামলার মাধ্যমে শেখ মুজিবসহ গুরবত্বপূর্ণ নেতাদের বিচারের নামে ফাঁসি প্রদানপূর্বক পূর্ববাংলাকে নেতৃত্বশূন্য করা। তাদের এ চক্রান্তকে নস্যাৎ করে নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করার পাশাপাশি নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য ছাত্ররা ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ কী?

উত্তর : ৬ দফা আন্দোলনকে দমন করার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য গুরবত্বপূর্ণ নেতাকে আটক ও বিচারের নামে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এতে করে ছাত্ররা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে, নতুন করে ১১ দফা কর্মসূচি হাতে নিয়ে মাঠে নামে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে স্তব্ধ করে দিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন রাজশাহীতে অধ্যাপক শামসুজ্জোহা, বন্দি অবস্থার সার্জেন্ট জহুরবল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদ প্রমুখকে হত্যা করে। এসব কারণে ১৯৬৯ সালে দেশের প্রায় সকল মানুষই আন্দোলনে যোগ দান করে একে গণ অভ্যুত্থানে রূ প দেয়।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গাবুন্ধ' উপাধি দেয়া হয় কেন?

উত্তর : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরব করে ১৯৫৪–এর নির্বাচনে ক্লান্তিহীন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা, ১৯৬৬-তে পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণপূর্বক বাঙালির মুক্তির দলিল ৬ দফা ঘোষণা এবং বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন ও কারাবরণের পরও বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর এ অনবদ্য আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূ প তাকে 'বঙ্গাবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কে কতটি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?

উত্তর : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব–পাকিস্তানের জন্যবরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আর প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

■ **বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

➲ পাঠ-১ : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?** (জ্ঞান)
ক) ইস্কান্দার মির্জা ● মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ) আইয়ুব খান ঘ) লিয়াকত আলী খান

২. **১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কতজন বাঙালি ছিল?** (জ্ঞান)
ক) ২ কোটি ৫০ লৰ খ) ৩ কোটি ৩০ লৰ
● ৪ কোটি ৪০ লৰ ঘ) ৫ কোটি ৫০ লৰ

৩. **১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রয়ারি কোথায় গণপরিষদের অধিবেশন বসে?**
ক) করাচিতে খ) খুলনায় ● ঢাকায় ঘ) ইসলামাবাদে

৪. **১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রয়ারিতে শহিদ হওয়া ৯ বছরের কিশোরের নাম কী ছিল?** (জ্ঞান)
ক) শহিদুলরাহ ● ওলিউলরাহ গ) ওবায়দুলরাহ ঘ) ওয়াহেদুলরাহ

৫. **প্রথম শহিদ মিনারটি কত তারিখে নির্মিত হয়?** (জ্ঞান)
ক) ২১ এ ফেব্রবয়ারি খ) ২০ এ ফেব্রবয়ারি
● ২৩ এ ফেব্রবয়ারি ঘ) ২২ এ ফেব্রবয়ারি

৬. **বর্তমানের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারটি কবে নির্মাণ করা হয়?** (জ্ঞান)
ক) ১৯৫২ সালে খ) ১৯৫৬ সালে ● ১৯৬৩ সালে

৭. **কখন বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে?** (জ্ঞান)
● ১৯৫৬ সালে খ) ১৯৫৭ সালে
গ) ১৯৫৮ সালে ঘ) ১৯৬৩ সালে

৮. **নিচের কোন সংস্থা ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি দেয়?**
ক) সাধারণ পরিষদ ● ইউনেস্কো
গ) ইউএনডিপি ঘ) নিরাপত্তা পরিষদ

৯. **পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু– এ কথা প্রথম কে ঘোষণা করেন?**
● মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ) লিয়াকত আলী খান (জ্ঞান)
গ) মোনেম খান ঘ) ইয়াহিয়া খান

১০. **পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রথম কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন?** (জ্ঞান)
ক) গাজীউল হক ● ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গ) শওকত আলী ঘ) গোলাম মাহবুব

১১. **পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কোন ভাষা প্রচলিত ছিল?**

ⓚ পাঞ্জাবি ⓚ পশতু ● উর্দু ⓖ বালুচ

১২. উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে কারা না ধ্বনি উচ্চারণ করে? (অনুধাবন)

● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ⓚ বুদ্ধিজীবীরা
ⓖ সাংবাদিকরা ⓖ আইনজীবীরা

১৩. ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষার দাবিতে কী হয়? (জ্ঞান)

● ধর্মঘট ⓚ বিক্ষোভ মিছিল
ⓖ হরতাল ⓖ মানববন্ধন

১৪. ভাষা আন্দোলন কখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে? (জ্ঞান)

ⓚ ১৯৯৬ সালে ⓚ ১৯৯৭ সালে
ⓖ ১৯৯৮ সালে ● ১৯৯৯ সালে

১৫. কেন ২১ এ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল?(অনুধাবন)

● ভাষা আন্দোলন দমন করার জন্য
ⓚ ১১ দফা আন্দোলন দমন করার জন্য
ⓖ ৬ দফা আন্দোলন দমন করার জন্য
ⓖ ২১ দফা আন্দোলন দমন করার জন্য

১৬. মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের জন্য কী গঠিত হয়? (অনুধাবন)

● রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ⓚ রাষ্ট্রভাষা আদায় পরিষদ
ⓖ যুক্তফ্রন্ট সংগ্রাম পরিষদ ⓖ রাষ্ট্রভাষা দাবি পরিষদ

১৭. ভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা কোন কাজটি করার সিদ্ধান্ত নেয়? (অনুধাবন)

ⓚ সচিবালয় ঘেরাও করে স্মারকলিপি পেশ
● গণপরিষদ ঘেরাও করে স্মারকলিপি পেশ
ⓖ ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে গণজমায়েত
ⓖ মুখ্যমন্ত্রীকে ঘেরাও করে স্মারকলিপি পেশ

১৮. কে ১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে? (জ্ঞান)

ⓚ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার
ⓚ পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন পুলিশের আইজি
● মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার
ⓖ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১৯. ২১ এ ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভাঙতে কারা নেতৃত্ব দিয়েছিল?(জ্ঞান)

ⓚ রফিক উদ্দিন ও আবুল বরকত
ⓚ রফিক উদ্দিন ও আব্দুল জব্বার
ⓖ গোলাম মাহবুব ও শওকত আলী
● আব্দুল মতিন ও গাজীউল হক

২০. পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন কে? (জ্ঞান)

ⓚ মোনেম খান ⓚ মোহাম্মদ উলরাহ
ⓖ খাজা নাজিমুদ্দিন ● লিয়াকত আলী খান

২১. তদানীন্তন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা কী ছিল?(জ্ঞান)

ⓚ পাঞ্জাবি ⓚ পশতু ⓖ বালুচ ● বাংলা

২২. নিচের কোনটি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত ফলাফল?(উচ্চতর দক্ষতা)

ⓚ শহিদ মিনার নির্মাণ ⓚ আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হওয়া
● রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি ⓖ জাতীয় চেতনা সৃষ্টি

২৩. বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং হাজার বছরের সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালির গর্ব ও আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে কীভাবে? (অনুধাবন)

ⓚ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে
● মাতৃভাষার স্বীকৃতি পেয়ে
ⓖ শহিদ মিনার তৈরি করে
ⓖ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি চেয়ে

২৪. পাকিস্তানে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি কেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেয়? (অনুধাবন))

ⓚ তাদের স্ব–স্ব মাতৃভাষা একই সমগোত্রীয় হওয়া
ⓚ ইতিহাস ও ঐতিহ্যে প্রায় কাছাকাছি থাকা
● তাদের স্ব–স্ব মাতৃভাষা তত উন্নত না হওয়া
ⓖ তাদের স্ব–স্ব মাতৃভাষায় আরবি অনুকরণে বর্ণমালা থাকা

২৫. ২১ ফেব্রুয়ারীর কিশোর শহিদের নাম কী? (জ্ঞান)

ⓚ রফিক ⓚ জব্বার ● ওলিউলরাহ ⓖ বরকত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন– (অনুধাবন)

i. আবুল বরকত ii. আব্দুল জব্বার
iii. ওলিউলরাহ

নিচের কোনটি সঠিক

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৭. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে যাদের অবদান ছিল–(উচ্চতর দক্ষতা)

i. কাজী গোলাম মাহবুব ii. মোহাম্মদ তোয়াহা
iii. শেখ মুজিবুর রহমান

নিচের কোনটি সঠিক

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮. ভাষা আন্দোলনে আমাদের অর্জন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. জাতীয় চেতনা জোরদার ii. আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া
iii. অর্থনৈতিক সচ্ছলতা

নিচের কোনটি সঠিক

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯. বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান নেন– (অনুধাবন)

i. দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা
ii. তৎকালীন সরকারি প্রশাসন
iii. দেশের অধিকাংশ শিৰাবিদ

নিচের কোনটি সঠিক

ⓚ i ⓚ ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii

৩০. **সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়–** (অনুধাবন)

i. প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের নিয়ে
ii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে
iii. প্রথিতযশা শিৰাবিদ ও সাহিত্যিকদের নিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩১. **সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে সক্রিয় ছিলেন–** (অনুধাবন)

i. কাজী গোলাম মাহবুব ও শওকত আলী
ii. গাজীউল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহা
iii. আবদুল মতিন ও শেখ মুজিবুর রহমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২. **ভাষার দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ধর্মঘট ডাকা হলে গ্রেফতার করা হয়–** (অনুধাবন)

i. অলি আহাদকে ii. শেখ মুজিবুর রহমানকে
ii. কাজী গোলাম মাহবুবকে

নিচের কোনটি সঠিক

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৩. **১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারীদের দমাতে ব্যবহৃত হয়–**

i. কাঁদানে গ্যাস ii. লাঠি
ii. গুলি

নিচের কোনটি সঠিক

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৪. **মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় আপোসহীন সাহসী ভূমিকায় ছিল–**

i. ছাত্ররা ii. রাজনীতিবিদরা
ii. শিৰকরা

নিচের কোনটি সঠিক

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের ছবিটি দেখে ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

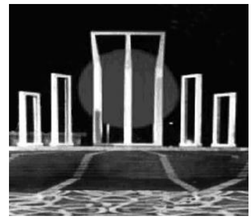

৩৫. **ছবিটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়?**

ⓚ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ⓚ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ
ⓖ ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ● ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

৩৬. **উক্ত ঘটনা–** (উচ্চতর দৰতা)

i. বাঙালিদের আত্মবিশ্বাসী করে
ii. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়
iii. বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে

নিচের কোনটি সঠিক

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-২ : যুক্তফ্রন্ট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭. **কত সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?** (জ্ঞান)

●১৯৫৪ ⓚ ১৯৫৬ ⓖ ১৯৫৮ ⓖ ১৯৬০

৩৮. **'৫৪-এর নির্বাচনে কতটি দল অংশ নেয়?** (জ্ঞান)

ⓚ ১ ● ১৬ ⓖ ১৮ ⓖ ১৯

৩৯. **'৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কত দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে?** (জ্ঞান)

ⓚ ১১ দফা ⓚ ১৩ দফা ● ২১ দফা ⓖ ২৩ দফা

৪০. **নির্বাচনে পূর্ব বাংলার ৩০৯ আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন পায়?** (অনুধাবন)

● ২৩৬টি ⓚ ৩১০টি ⓖ ১৪৩টি ⓖ ২৯৭টি

৪১. **যুক্তফ্রন্টের প্রতীক কী ছিল?** (জ্ঞান)

ⓚ দাঁড়িপালরা ⓚ কাস্তে হাতুড়
ⓖ ধানের শীষ ● নৌকা

৪২. **১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে কী বলে আখ্যায়িত করা হয়?** (অনুধাবন)

● ব্যালট বিপরব ⓚ জনবিপরব
ⓖ বাঙালির বিপরব ⓖ স্বাধীনতার বিপরব

৪৩. **পাকিস্তান সৃষ্টির পর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ কীসে পরিচিত হয়ে ওঠে?**

● গণবিরোধী দল ⓚ বেদনার দল
ⓖ নির্যাতনের দল ⓖ হৃদ্যতার দল

৪৪. **বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম কোন রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়?**

ⓚ ১৫ দলীয় জোট ● যুক্তফ্রন্ট
ⓖ ৭ দলীয় জোট ⓖ মহাজোট

৪৫. **পূর্ববাংলায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রথম সর্বজনীন নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়?**

পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।– আল-কুরআন।

বিডি সাইন্স একাডেমী

বিষয়: বিজিএস, লেকচার শিট ▶ ১৫

শ্রেণি-সপ্তম

ⓚ ১৯৪৯ সালে ⓚ ১৯৫২ সালে ● ১৯৫৪ সালে ⓘ ১৯৫৮ সালে

৪৬. **১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ কয়টি আসন পায়?** (জ্ঞান)
ⓚ ৭টি ⓚ ৮টি ● ৯টি ⓘ ১০টি

৪৭. **যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে কোন তরুণ নেতা সবার কাছে জনপ্রিয়তা পায়?**
● শেখ মুজিবুর রহমান ⓚ গাজীউল হক
ⓖ আব্দুল মতিন ⓘ KvRx গোলাম মাহবুব

৪৮. **বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার কথা কোন কর্মসূচিতে উল্লেখ আছে?**(জ্ঞান)
ⓚ ১১ দফা কর্মসূচি ⓚ ৬ দফা কর্মসূচি
ⓖ ১৫ দফা কর্মসূচি ● ২১ দফা কর্মসূচি

৪৯. **যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ কোনটি?** (জ্ঞান)
ⓚ ৬ দফা ⓚ ১১ দফা ● ২১ দফা ⓘ ১৪ দফা

৫০. **পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব–পাকিস্তানের মানুষের মনে কেন ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে?** (অনুধাবন)
ⓚ আত্মবিকাশের সুযোগ রহিত হওয়ার কারণে
● শাসকদের ষড়যন্ত্রের কারণে
ⓖ ভাষা–স্বাধীনতা হরণ করার কারণে
ⓘ সংস্কৃতি বিকাশের পথ রবদ্ধ করার কারণে

৫১. **১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন কোন ধরনের নির্বাচন ছিল?**
ⓚ পূর্ববাংলার জাতীয় পরিষদের
ⓚ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের
ⓖ পাকিস্তান আইন পরিষদের
● পূর্ববাংলার আইন পরিষদের

৫২. **যুক্তফ্রন্টে সবচেয়ে বড় দল কোনটি?** (জ্ঞান)
● আওয়ামী মুসলিম লীগ ⓚ কৃষক শ্রমিক পার্টি
ⓖ নেজামে ইসলামী ⓘ গণতন্ত্রী দল

৫৩. **১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কোন দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে?** (অনুধাবন)
ⓚ যুক্তফ্রন্ট ও পিপলস পার্টি ● যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগ
ⓖ যুক্তফ্রন্ট ও জামায়াত ইসলামী ⓘ যুক্তফ্রন্ট ও নেজামে ইসলামী

৫৪. **পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে মুসলিম লীগ কখন বিদায় নেয়?**(জ্ঞান)
ⓚ ১৯৫৪ সালে ⓚ ১৯৫৫ সালে
● ১৯৫৭ সালে ⓘ ১৯৫৮ সালে

৫৫. **বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদান কোন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তি ছিল?**(অনুধাবন)
● ২১ দফা ⓚ ৬ দফা ⓖ ১১ দফা ⓘ ১৫ দফা

৫৬. **যুক্তফ্রন্টের নেতা কে ছিলেন?** (জ্ঞান)
● শেরে বাংলা ⓚ শেখ মুজিব
ⓖ ধীরেন্দ্রনাথ ⓘ তোফায়েল আহমদ

৫৭. **১৯৫৪ সালে গঠিত জোট কী নামে পরিচিতি লাভ করে?** (জ্ঞান)
ⓚ আওয়ামী মুসলিম লীগ ⓚ ৭ দলীয় জোট
● যুক্তফ্রন্ট ⓘ গণতন্ত্রী দল

৫৮. **৫৪-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে কোনটি ঘটে?** (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৭০–এর নির্বাচনে জয়লাভ
ⓚ পাকিস্তানের বিভক্তি
● মুসলিম লীগের রাষ্ট্রৰমতা থেকে বিদায়
ⓘ ৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান

৫৯. **১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ কী?** (জ্ঞান)
ⓚ মুসলিম লীগের অনৈক্য ⓚ নির্বাচনে প্রহসন
● বাঙালির ঐক্য ⓘ রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য

৬০. **নিচের কোনটি '৫৪ এর নির্বাচনের ফলাফল?** (উচ্চতর দৰতা)
● মুসলিম লীগের পতন ⓚ বঙ্গবন্ধুর মুক্তি
ⓖ সামরিক শাসনের অবসান ⓘ ইস্কান্দার মির্জার নির্বাসন

৬১. **পূর্ববাংলার প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রথম সর্বজনীন নির্বাচনে মুসলিম লীগের ফলাফল বিপর্যয়ে কী প্রমাণিত হয়?** (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরবদ্ধাচরণ বাঙালি জাতি সহ্য করবে না
ⓚ কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা বাঙালি জাতি সহ্য করবে না (জ্ঞান)
ⓖ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরবদ্ধাচরণ বাঙালি জাতি সহ্য করবে না
● ধর্মান্ধতা ও বাংলা ভাষার বিরবদ্ধাচরণ বাঙালি জাতি সহ্য করবে না

৬২. **প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রথম নির্বাচন হয় কত সালে?** (জ্ঞান)
● ১৯৫৪ ⓚ ১৯৭০ ⓖ ১৯৭২ ⓘ ১৯৫২

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

---

৬৩. **যুক্তফ্রন্টের উলেখযোগ্য নেতারা ছিলেন–** (অনুধাবন)
i. শেরে বাংলা ii. সোহ্‌রাওয়ার্দী
iii. মওলানা ভাসানী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৪. **যুক্তফ্রন্টের দলগুলো হলো–** (অনুধাবন)
i. আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং নেজামে ইসলামী
ii. কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং গণতন্ত্রী দল
iii. ওলেমা দল এবং ন্যাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৬৫. **ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রীক যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি–** (অনুধাবন)
i. শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ
ii. ২১ এ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা
iii. ২১ এ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii Ⓚ i ও iii Ⓖ ii ও iii Ⓘ i, ii ও iii

৬৬. যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ হলো– (অনুধাবন)

i. বাংলা ভাষার মর্যাদা দান ii. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি

iii. ধর্মের প্রতি আকৃষ্টতা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii Ⓚ i ও iii Ⓖ ii ও iii Ⓘ i, ii ও iii

৬৭. মুসলিম লীগের গণবিরোধী কার্যকলাপের পরিণতি–(উচ্চতর দৰতা)

i. ৫৪'র নির্বাচনে পরাজয় ii. দলের বহুধা বিভক্তি

iii. রাষ্ট্রৰমতা থেকে বিদায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৮. ২১ দফা ছিল– (অনুধাবন)

i. জমিদারি প্রথা বাতিল ii. পাটশিল্প জাতীয়করণ

iii. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ iii ও ii ● i, ii ও iii

৬৯. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ– (প্রয়োগ)

i. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ii. ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী অবস্থান

iii. দমননীতি ও স্বৈরশাসন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭০. যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ– (অনুধাবন)

i. দল ও মতের একত্রিকরণ ii. মাতৃভাষার মর্যাদা দান

iii. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

নিচের কোনটি সঠিক? (প্রয়োগ)

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭১. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে– (উচ্চতর দৰতা)

i. যুক্তফ্রন্ট ২২৩ আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে

ii. মুসলিম লীগের সকল মন্ত্রী পরাজিত হয়

iii. আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৭ ও ৭৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হাঁস, ছাতা, গরুগাড়ি ও কলম মার্কা জোট গঠন করে তালা মার্কাকে হারিয়ে দেয়।

৭২. অনুচ্ছেদের জোটের সাথে মিল রয়েছে নিচের কোনটি? (প্রয়োগ)

● যুক্তফ্রন্ট খ মহাজোট

গ ২০দলীয় জোট ঘ সাতদলীয় ‡RvU

৭৩. উক্ত জোটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্যসমূহ হলো– (উচ্চতর দৰতা)

i. পাট শিল্প জাতীয়করণের প্রতিশ্রবতি প্রদান করে

ii. সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রবতি প্রদান করে

iii. জমিদারির প্রথা বাতিলের প্রতিশ্রবতি প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-৩ : ছয়দফা আন্দোলন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৪. সরকার পদ্ধতির ব্যাপারে ছয় দফাতে কোনটি অন্তর্ভুক্ত ছিল?(জ্ঞান)

ক প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার খ প্রাদেশিক পদ্ধতির সরকার

● সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ঘ এককেন্দ্রীক সরকার

৭৫. ছয় দফাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কী দায়িত্ব থাকার কথা বলা হয়েছে?

ক অর্থব্যবস্থা ও প্রতিরৰা

খ রাজস্ব ও পররাষ্ট্র নীতি

গ আইন পরিষদ ও আইনশৃঙ্খলা নীতি

● দেশরৰা ও বৈদেশিক নীতি

৭৬. ছয় দফা দাবি কোন ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়? (জ্ঞান)

ক '৫২–এর ভাষা আন্দোলন খ '৬২–এর শিৰা আন্দোলন

● '৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান ঘ '৭১–এর মুক্তিযুদ্ধ

৭৭. ছয় দফা দাবি ঘোষণার পর কে বাঙালি জাতির মুক্তির প্রতীকে পরিণত হন?

ক মওলানা ভাসানী ● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গ তাজউদ্দিন আহমদ ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৭৮. লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে জনাব 'ক' পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। জনাব 'ক' এর সাথে কার সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)

● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

গ তাজউদ্দিন আহমদ ঘ এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান

৭৯. ছয় দফা দাবির প্রতিক্রিয়ার ফলাফল কী ছিল? (জ্ঞান)

● উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান খ কৃষক বিদ্রোহ

গ ভাষা আন্দোলন ঘ শিৰা আন্দোলন

৮০. ছয় দফা দাবির ফলে বাঙালিরা কোনটি অর্জন করতে সক্ষম হয়? (উচ্চতর দৰতা)

ক স্বাধীনতা ● '৭০ সালের নির্বাচন

গ স্বায়ত্তশাসন ঘ '৫৪ সালের নির্বাচন

৮১. ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের অনিবার্য ফল কী ছিল?(উচ্চতর দৰতা)

ক পাকিস্তান সৃষ্টি খ পরিচয়ের সংকট
গ আদর্শিক সংকট ● বাংলাদেশের অভ্যুদয়

৮২. ছয় দফা দাবিতে সামরিক বাহিনী গঠনের ব্যাপারে কী বলা হয়েছে?
ক দুই পাকিস্তানের জন্য আলাদা সামরিক বাহিনী গঠিত হবে
খ দুই পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী গঠিত হবে
● পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা আধাসামরিক বাহিনী গঠিত হবে
ঘ সামরিক বাহিনীকে আইনশৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত করা যাবে

৮৩. কোন কর্মসূচি দেখে শঙ্কিত হয়ে যান আইয়ুব খান? (জ্ঞান)
● ছয় দফা খ ১১ দফা গ ২১ দফা ঘ ছাত্র আন্দোলন

৮৪. ছয় দফা আন্দোলন দমন করার জন্য শাসকরা কার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে? (জ্ঞান)
ক এ. কে. ফজলুল হক ● শেখ মুজিবুর রহমান
গ ড. শামসুজ্জোহা ঘ জহুরুল হক

৮৫. ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কোথায় বিরোধী দলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
ক করাচিতে খ ইসলামাবাদে
● লাহোরে ঘ ঢাকায়

৮৬. লাহোর সম্মেলনে ছয় দফা ঘোষণা করেন কে? (জ্ঞান)
ক তাজ উদ্দিন আহমদ
খ মওলানা ভাসানী
● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৮৭. ছয় দফা কর্মসূচি কখন পেশ করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৬৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি
● ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি
গ ১৯৬৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি
ঘ ১৯৬৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি

৮৮. স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে প্রধান নেতৃত্ব দেন কে? (জ্ঞান)
ক আব্দুল মতিন খ মওলানা ভাসানী
● শেখ মুজিবুর রহমান ঘ গাজীউল হক

৮৯. পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম কোনটি ছিল?
ক ধান খ আখ গ তুলা ● পাট

৯০. পূর্ব–পাকিস্তানের জন্য ছয় দফা ছিল– (অনুধাবন)
● স্বায়ত্তশাসনের দাবি খ ধর্মীয় অধিকার আদায়ের দাবি
গ বাক স্বাধীনতার ঘ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবি

৯১. কার শাসনামলে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালি ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে? (জ্ঞান)
ক ইয়াহিয়া খানের খ খাজা নাজিমুদ্দীনের
● আইয়ুব খানের ঘ লিয়াকত আলী খানের

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯২. ছয় দফা বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ। কারণ– (প্রয়োগ) (জ্ঞান)
i. এটি জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা প্রতীক
ii. এটি বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি
iii. এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অধিকার লাভ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৩. ছয় দফা দাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল– (অনুধাবন)
i. উভয় অংশের মধ্যে অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু
ii. উভয় অংশের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হিসাব আলাদা রাখা
iii. উভয় অংশের মধ্যে আলাদা কর ও খাজনা ধার্য করার ক্ষমতা প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

(জ্ঞান)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৯ ও ১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির সব ধরনের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৯৪. বঙ্গবন্ধু কোন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন? (প্রয়োগ)
● ৬ দফা কর্মসূচি খ ২১ দফা কর্মসূচি
গ ১১ দফা কর্মসূচি ঘ ৮ দফা কর্মসূচি

৯৫. এ কর্মসূচি দেখে আইয়ুব খান শঙ্কিত হয়ে পড়ার কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বৈদেশিক মুদ্রার ভাগ কমে যাবে
ii. পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে
iii. পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-৪ ও ৫ : ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৬. কতজনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়? (জ্ঞান)
ক ৩৩ জন খ ৩৪ জন ● ৩৫ জন ঘ ৩৭ জন

৯৭. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মওলানা ভাসানী ● শেখ মুজিবুর রহমান
গ আতাউর রহমান খান ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৯৮. কত সালে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)

ক ১৯৬২ খ ১৯৬৫

● ১৯৬৯ ঘ ১৯৭০

৯৯. ছাত্র সমাজ কত দফা কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়? (জ্ঞান)

ক ৬ দফা ● ১১ দফা গ ১২ দফা ঘ ২১ দফা

১০০. গণআন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে কে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন? (জ্ঞান)

ক ইয়াহিয়া খান খ ইস্কান্দার মির্জা

গ নুরুল আমীন ● আইয়ুব খান

১০১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কখন প্রত্যাহার করা হয়? (জ্ঞান)

ক ১৯৬৯ সালের ২১ এ ফেব্রুয়ারি ● ১৯৬৯ সালের ২২ এ ফেব্রুয়ারি

গ ১৯৬৯ সালের ২৩ এ মার্চ ঘ ১৯৬৯ সালের ২৪ এ মার্চ

১০২. বন্দি অবস্থায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে কে শহিদ হন? (জ্ঞান)

ক অধ্যাপক শামসুজ্জোহা খ ছাত্রনেতা আসাদ

● সার্জেন্ট জহুরুল হক ঘ কিশোর মতিউর

১০৩. কোন ছাত্রনেতা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হন? (জ্ঞান)

ক জহুরুল হক খ মতিউর

গ শামসুজ্জোহা ● আসাদ

১০৪. কোনটি পাকিস্তানের প্রতি মানুষের ঘৃণা ও ক্ষোভকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল? (জ্ঞান)

ক ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

● ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা

গ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

ঘ ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন

১০৫. কখন শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়? (জ্ঞান)

ক ১৯৬৯ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারি

খ ১৯৬৯ সালের ২২ এ ফেব্রুয়ারি

গ ১৯৬৯ সালের ২রা মার্চ

● ১৯৬৯ সালের ২৩ এ ফেব্রুয়ারি

১০৬. ১৯৬৯ সালের ২৫ এ মার্চ কার পতন ঘটে? (অনুধাবন)

ক জিন্নাহর খ ইস্কান্দার মির্জার

গ লিয়াকত আলী খানের ● আইয়ুব খানের

১০৭. আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন কেন? (অনুধাবন)

ক সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে

● গণআন্দোলনের চাপে

গ সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বে

ঘ বৈদেশিক চাপের মুখে

১০৮. শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতার বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়েরের কারণ কী? (প্রয়োগ)

ক ১১ দফা আন্দোলন দমন খ ২১ দফা আন্দোলন দমন

● ছয় দফা আন্দোলন দমন ঘ ভাষা আন্দোলন দমন

১০৯. আগরতলা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের পর কারামুক্ত শেখ মুজিবকে কোথায় গণসংবর্ধনা দেয়া হয়? (জ্ঞান)

ক প্রেসক্লাবে খ ঢাকা ক্লাবে

● রেসকোর্স ময়দানে ঘ রমনা পার্কে

১১০. কোন মাসে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল? (জ্ঞান)

ক ফেব্রুয়ারি খ মার্চ ● জানুয়ারি ঘ এপ্রিল

১১১. কোন সংগঠন শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে? (জ্ঞান)

ক ছাত্র ঐক্য পরিষদ

খ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট

গ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

● ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

১১২. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য কী ছিল? (প্রয়োগ)

ক ভারতের স্বাধীনতা ● বাংলাদেশের স্বাধীনতা

গ ভুটানের স্বাধীনতা ঘ মালদ্বীপের স্বাধীনতা

১১৩. ড. শামসুজ্জোহা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন? (জ্ঞান)

ক ঢাকা ● রাজশাহী গ চট্টগ্রাম ঘ খুলনা

১১৪. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে ছাত্ররা কত দফা আন্দোলন সংগ্রাম নিয়ে এগিয়ে আসে? (জ্ঞান)

● ১১ দফা খ ৬ দফা গ ২১ দফা ঘ ১৫ দফা

১১৫. ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? (প্রয়োগ)

ক ছাত্রদের দাবি আদায় করা

খ আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবিকে সমর্থন করা

● সরকারের বিরবদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনকে সংগ্রামে রূ প দেওয়া

ঘ জনগণের আন্দোলনকে বন্ধ করে দেয়া

১১৬. আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য কী ছিল? (প্রয়োগ)

ক ছাত্রদের ১১ দফা দাবি অগ্রাহ্য করা

● ছয় দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করা

গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শায়েস্তা করা

ঘ দুই অংশের মধ্যে ঐক্যের সূচনা করা

১১৭. বঙ্গবন্ধুকে কিংবদন্তী নায়কে রূপান্তরিত করেছে কোনটি? (জ্ঞান)

ক ৬ দফা উথাপন খ যুক্তফ্রন্ট গঠন

● আগরতলা মামলা ঘ শিৰা আন্দোলন

১১৮. আইয়ুব খানের আমলে সবচেয়ে শক্তিশালী আন্দোলন কোনটি? (জ্ঞান)

ক ১১ দফা আন্দোলন খ ছয় দফা আন্দোলন
● উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঘ শিক্ষা আন্দোলন

১১৯. পূর্ব বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যের অবসান হয় কত সালে?
● ১৯৬৯ খ ১৯৭০ গ ১৯৭১ ঘ ১৯৭২

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২০. গণঅভ্যুত্থানে বাঙালির অর্জন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ii. ৭০-এর নির্বাচনে বিজয় লাভ
iii. আইয়ুবের পতন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ● i, ii ও iii

১২১. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান – (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বাঙালির সংগ্রামী চেতনাকে শানিত করে
iii. বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২২. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা ছিল– (অনুধাবন)
i. বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা ii. তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের
iii. ছয় দফার বিরুদ্ধে মামলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৩. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হন– (অনুধাবন)
i. অধ্যাপক শামসুজ্জোহা ও সার্জেন্ট জহুরুল হক
ii. আসাদ ও মতিউর iii. রফিক উদ্দিন ও ওলিউল্লাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৯ ও ১৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কর্নেল আশরাফ সাহেব পাকিস্তানি শাসনামলে একটি মামলার শিকার হয়েছিলেন। শুধু তিনিই নন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ উক্ত মামলার মোট আসামি ছিলেন ৩৫ জন।

১২৪. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মামলাটি ইতিহাসে কী নামে পরিচিত?(প্রয়োগ)
ক মেহেরপুর ষড়যন্ত্র মামলা খ ঐতিহাসিক কলকাতা মামলা
গ ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ● ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা

১২৫. উক্ত মামলার মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যা হাসিল করতে চেয়েছিল তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে গোপন চুক্তি করা
ii. স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তব্দ করে দেওয়া
iii. শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৬ : ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৬. জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ কতটি আসন পায়? (জ্ঞান)
ক ১১৩টি খ ১৬৭টি ● ১৬৭টি ঘ ১৭২টি

১২৭. ১৯৭০ সালে পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার অঙ্গীকার কে করেন? (জ্ঞান)
● ইয়াহিয়া খান খ আইয়ুব খান
গ মোনেম খান ঘ টিক্কা খান

১২৮. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান) ii. বাঙালির সাহসী জাতি
ক ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর
খ ১৯৭০ সালের ১লা ডিসেম্বর
গ ১৯৭০ সালের ২৭ এ ডিসেম্বর
● ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর

১২৯. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভে নিচের কোনটি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে? (জ্ঞান)
ক ১১ দফা ● ৬ দফা গ ২১ দফা ঘ ১৪ দফা

১৩০. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কোন দল বিজয়ী হয়? (জ্ঞান)
ক পিপলস পার্টি খ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)
● আওয়ামী লীগ ঘ মুসলিম লীগ

১৩১. কীসের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের আসন বন্টন করা হয়?(অনুধাবন)
ক ভাষার খ আঞ্চলিকতার
গ আয়তনের ● জনসংখ্যার

১৩২. কত তারিখে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? (অনুধাবন)
ক ১৬ই ডিসেম্বর খ ১৭ই জানুয়ারি
● ১৭ই ডিসেম্বর ঘ ১৮ই ডিসেম্বর

১৩৩. আইয়ুব খান কার নিকট প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিয়ে পদত্যাগ করেন?
● ইয়াহিয়া খান খ টিক্কা খান
গ ইস্কান্দার মির্জা ঘ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১৩৪. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পশ্চিম-পাকিস্তানে কোন রাজনৈতিক দল জয়লাভ করে? (জ্ঞান)
● পাকিস্তান পিপলস পার্টি খ পাকিস্তান ইসলামী পার্টি
গ নেজামে ইসলামী পার্টি ঘ জামায়াতে ইসলামী

১৩৫. ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক নির্বাচনে কোন ব্যতিক্রমী বিষয় দেখা যায়? (উচ্চতর দৰতা)
● নির্বাচনে বিজয়ী কোনো দলই সর্ব পাকিস্তানভিত্তিক ছিল না
Ⓚ আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন
Ⓖ নির্বাচনে বিজয়ী দলের ৰমতা পাওয়া
Ⓖh রাজনৈতিক কর্মকা–র পথ প্রশস্তকরণ

১৩৬. ১৯৭০–এর নির্বাচন বাঙালির জাতীয় জীবনে কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে? (প্রয়োগ)
ⓚ দুই অঞ্চলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়
ⓚh বাঙালি আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ খুঁজে পায়
ⓖ বাঙালির মুক্তিলাভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে
● বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে

১৩৭. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ কীভাবে সর্বাধিক প্রশস্ত হয়?(অনুধাবন)
● ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে
(খ) গণঅভ্যুত্থানে বাঙালির চেতনা জাগরণের মাধ্যমে
(গ) দেশব্যাপী আন্দোলন–সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ার কারণে
(ঘ) ছাত্রদের ১১ দফা দাবি আদায়ের কারণে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৮. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল– (উচ্চতর দৰতা)
i. জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের ১৬৭টি আসন লাভ
ii. পিপিপি ৯৩টি আসন পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে
iii. প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩৯. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের কারণ–
i. আঞ্চলিক প্রাধান্য
ii. এগারো দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন
iii. বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪০. ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেয়–(অনুধাবন)
i. আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি
ii. পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী
iii. নেজামে ইসলামী ও ইসলামী গণতন্ত্রী দল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪১. পাকিস্তানের পার্লামেন্ট বা সংসদ গঠিত হয়– (অনুধাবন)
i. জাতীয় পরিষদ নিয়ে ii. প্রাদেশিক পরিষদ নিয়ে
iii. আইন পরিষদ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫২ ও ১৫৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মারিয়া তার দাদুর কাছে পাকিস্তানি শাসনামলের একটি নির্বাচনের গল্প শুনছিল। উক্ত নির্বাচনে মোট ২৪টি দল অংশ নেয়। এগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৪২. অনুচ্ছেদে কোন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
● ১৯৭০ সালের নির্বাচন (খ) ১৯৮৬ সালের নির্বাচন
(গ) ১৯৯৬ সালের নির্বাচন (ঘ) ২০০৮ সালের নির্বাচন

১৪৩. উক্ত নির্বাচনে– (উচ্চতর দৰতা)
i. রাজনৈতিক দলগুলোর অঞ্চল ভিত্তিক প্রাধান্য লৰ করা যায়
ii. বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি বৈধ প্রমাণিত হয়
iii. আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাধান্য লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

➲ পাঠ-৭ ও ৮ : পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৪. ১৯৪৭–৭১ পর্যন্ত ২১১ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মধ্যে বাঙালি ছিলেন কতজন?
(ক) ৯৪ ● ৯৫ (গ) ৯৬ (ঘ) ৯৭

১৪৫. আইয়ুব খানের আমলে ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে কতজন বাঙালি ছিলেন?
(ক) ২০ ● ২২ (গ) ২৩ (ঘ) ২৪

১৪৬. পাকিস্তানে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির পদে বাঙালি ছিল কত ভাগ? (প্রয়োগ) (জ্ঞান)
(ক) ২১ ● ২৩ (গ) ২৪ (ঘ) ২৫

১৪৭. পশ্চিম–পাকিস্তানে কী পরিমাণ রপ্তানি আয় পাচার করা হয়?(জ্ঞান)
● ২০০০ মিলিয়ন ডলার (খ) ২১০০ মিলিয়ন ডলার
(গ) ২২০০ মিলিয়ন ডলার (ঘ) ২৩০০ মিলিয়ন ডলার

১৪৮. ১৯৬১ সালে তদানীন্তন পূর্ব–পাকিস্তানে কোন কবির জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হয়? (জ্ঞান)
(ক) কাজী নজরৰল ইসলাম ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

১৪৯. বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭১ সালের কোন তারিখে গ্রেফতার করা হয়?(জ্ঞান)
● ২৫ এ মার্চ রাতে (খ) ২৫ এ মার্চ সকালে
(গ) ২৬ এ মার্চ রাতে (ঘ) ২৬ এ মার্চ সকালে

১৫০. পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সর্বপ্রথম বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটে কোন বিষয়টি নিয়ে? (জ্ঞান)
● রাজনীতি ⓖ অর্থনীতি ⓖ প্রশাসন ⓖ প্রতিরৰা

১৫১. তদানীন্তন পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজধানী কোথায় স্থাপন করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ পাঞ্জাব ● করাচি ⓖ ইসলামাবাদ ⓖ রাওয়ালপিন্ডি

১৫২. সামরিক বাহিনীর অফিসার পদে শতকরা কত ভাগ লোক ছিলেন বাঙালি?
ⓚ ৩ ⓖ ৪ ● ৫ ⓖ ৬

১৫৩. পূর্ব–পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা প্রবলভাবে কখন ধরা পড়ে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৬০ সালে পাক-ভারত স্নায়ুযুদ্ধের সময়
ⓖ ১৯৪৯ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়
ⓖ ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবি উত্থাপনের সময়
● ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়

১৫৪. পূর্ব–পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য কত শতাংশ অর্থ বরাদ্দ ছিল? (জ্ঞান)
● ৩১ শতাংশ ⓖ ৪১ শতাংশ
ⓖ ৫১ শতাংশ ⓖ ৬১ শতাংশ

১৫৫. পূর্ব–বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান কখন করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৪৮ সালে ● ১৯৫৬ সালে
ⓖ ১৯৬২ সালে ⓖ ১৯৬৬ সালে

১৫৬. ছায়ানট কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? (জ্ঞান)
ⓚ সামাজিক ⓖ রাজনৈতিক
ⓖ প্রশাসনিক ● সাংস্কৃতিক

১৫৭. 'ছায়ানট' কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৬১ সালে ⓖ ১৯৬২ সালে
ⓖ ১৯৬৪ সালে ⓖ ১৯৬৬ সালে

১৫৮. প্রধানত কোন ধরনের বৈষম্যের ফলে ভাষা আন্দোলন শুর হয়? (জ্ঞান)
● সাংস্কৃতিক ⓖ রাজনৈতিক ⓖ সামাজিক ⓖ প্রশাসনিক

১৫৯. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রতি কোন বৈষম্য দিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়? (প্রয়োগ)
ⓚ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিয়ে
● করাচিতে রাজধানী স্থাপনের মধ্য দিয়ে
ⓖ রাষ্ট্রের বড় পদে বাঙালির প্রতিনিধিত্ব না দিয়ে
ⓖ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরবদ্ধাচরণ করে

১৬০. বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি কেন স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হয়?
● ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে সরকার গঠন করতে না দেয়ায়
ⓖ শেখ মুজিব কে গ্রেফতার করায়
ⓖ আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে সব মৌলিক অধিকার স্থগিত করে রাখায়
ⓖ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বঙ্গবন্ধুকে প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা করায়

১৬১. যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বাঙালিদের ন্যায্য পদ থেকে বঞ্চিত করাকে কোন ধরনের বৈষম্য বলে? (অনুধাবন)
ⓚ রাজনৈতিক বৈষম্য ⓖ অর্থনৈতিক বৈষম্য
ⓖ সাংস্কৃতিক বৈষম্য ● প্রশাসনিক বৈষম্য (জ্ঞান)

১৬২. পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কীরূপ ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ প্রশাসনিক ৰমতার অধিকার ● সর্বময় ৰমতার অধিকারী
ⓖ নীতি নির্ধারণী ৰমতার অধিকারী

১৬৩. কোনটির মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ● ছাত্রদের শিৰা আন্দোলন
ⓖ ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন ⓖ ২১ দফাভিত্তিক আন্দোলন

১৬৪. পাকিস্তান আমলে বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদারে কোনটি ভূমিকা রেখেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ বাংলা একাডেমি ⓖ সপ্তডিঙা
● ছায়ানট ⓖ উদীচী

১৬৫. বঙ্গবন্ধু কখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন? (জ্ঞান)
● ২৬ এ মার্চ প্রথম প্রহরে ⓖ ২৭ এ মার্চ প্রথম প্রহরে
ⓖ ২৮ এ মার্চ প্রথম প্রহরে ⓖ ২৯ এ মার্চ দ্বিতীয় প্রহরে

১৬৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ায় কারা? (জ্ঞান)
ⓚ ব্যবসায়ীরা ● বুদ্ধিজীবীরা ⓖ বিদেশিরা ⓖ আলেম ওলামারা

১৬৭. পূর্ব ও পশ্চিম–পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের ফলে–(উচ্চতর দৰতা)
● মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে
ⓖ পূর্ব–পাকিস্তানের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে
ⓖ পশ্চিম–পাকিস্তান সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে
ⓖ ছয় দফা দাবি ঘোষণা করা হয়

১৬৮. পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ নুরবল আমিন ● লিয়াকত আলী খান
ⓖ ইস্কান্দার মির্জা ⓖ মোনেম খান

১৬৯. তদানীন্তন পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর কত ভাগ লোক বাঙালি? (জ্ঞান)
ⓚ ৩ ● ৪ ⓖ ৫ ⓖ ৬

১৭০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে মূল কারণ ছিল কোনটি? (অনুধাবন)
● নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ৰমতা না দেয়া
ⓖ সামরিক আইন জারি
ⓖ প্রশাসনিক ৰেত্রে বৈষম্য
ⓖ বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা

১৭১. তদানীন্তন পাকিস্তানে সরকারি চাকরিতে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে–(উচ্চতর দক্ষতা)

ক) পূর্ব–পাকিস্তানিরা তুলনামূলকভাবে কম যোগ্য ছিলেন
খ) পূর্ব–পাকিস্তানিরা দূরবর্তী কর্মস্থানে যোগদানে অনাগ্রহী ছিলেন
● নিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিম–পাকিস্তানিদের প্রাধান্য দেওয়া হতো
ঘ) পূর্ব–পাকিস্তানিরা সরকারি চাকরির প্রতি অনীহা দেখাত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭২. পশ্চিম পাকিস্তানিরা পুরো পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করত– (প্রয়োগ)

i. বাঙালিদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে
ii. নিজেদের লোকদের বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে
iii. পূর্ব পাকিস্তানকে অনিরাপদ রেখে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii, iii

১৭৩. বাঙালির সাংস্কৃতির বৈষম্য সৃষ্টি করে– (প্রয়োগ)

i. রোমান হরফে বাংলা লেখায়
ii. বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করায়
iii. রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৪. পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মাঝে ব্যাপক বৈষম্য ছিল–(অনুধাবন)

i. শিক্ষা ক্ষেত্রে ii. সামরিক ক্ষেত্রে
iii. সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৫. সামরিক শাসন জারির পর স্থগিত থাকে– (অনুধাবন)

i. রাজনৈতিক কর্মকা- ii. সংসদ কার্যক্রম
iii. সামাজিক অনুষ্ঠানাদি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৭৬. পাকিস্তান আমলে পূব–পাকিস্তানের সীমান্ত অরক্ষিত থাকত–(অনুধাবন)

i. সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে
ii. সরকারি অবহেলার কারণে
iii. প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর পাকিস্তানে অবস্থানের কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৭. বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকা- আঘাত হানা হয়– (প্রয়োগ)

i. রোমান হরফে বাংলা লেখানোর চেষ্টা করে
ii. রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ করে
iii. বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বন্ধ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের সারণি থেকে ১৮৮ ও ১৮৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

খাত	পূর্ব–পাকিস্তানে ব্যয়ের পরিমাণ	পশ্চিম–পাকিস্তানে ব্যয়ের পরিমাণ
মোট রাজস্ব	৬%	৯৪%
মাথাপিছু আয়	৩৩%	৬৬%
বিদেশি সাহায্য ও ঋণ	১০%–১৫%	৮৫%–৯০%

১৭৮. সারণিতে কোন ধরনের বৈষম্য প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

● অর্থনৈতিক খ) রাজনৈতিক গ) সামাজিক ঘ) প্রশাসনিক

১৭৯. উক্ত বৈষম্যের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পূর্ব–পাকিস্তান বঞ্চিত হয়
ii. পশ্চিম–পাকিস্তান লাভবান হয়
iii. পূর্ব–পাকিস্তানে বেশি উন্নয়ন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii